১

রবিবার বলতেই কেন জানিনা আর সব গড়পড়তা বাঙালী আমজনতার মত পাঁঠা'র মাংস সমেত প্রচুর ভাত, দুপুরে বেমক্কা ঘুম.. সন্ধ্যেবেলা গা ম্যাজ ম্যাজ ব্যপারগুলো প্রথমেই আসেনা আমার মাথায়। বঙ্গজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বেতারে নস্টালজিক 'বোরোলীন'এর সংসার' নয়, দূরদর্শনের সুপারহিট রামায়ণ, মহাভারত.. নাহ্.. তাও নয়। রবিবার আমার কাছে বেশ অন্যরকম। অন্তত ছেলেবেলায়ে তাই ছিল..

খুব ছেলেবেলাটি মনে নেই, এই মাঝারি ছোটবেলা'য়.. ক্লাস টু থ্রী হবে.. ১৯৭৮ / ৭৯ সাল.. আমার কাছে রবিবার বলতে ছিল, বাবা'র সাথে বাজার করতে যাওয়া। বাবা বলেন ‘রোববার’.. রবিবার বলতে শুনিনি কখনো। অন্যান্য দিনের তুলনায়ে সামান্য বেলায় ঘুম ভেঙে ওই আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ শুরু। হেঁটে, কালীবাড়ী লেন হয়ে, শঙ্কর চ্যাটার্জিদের বাড়ি পেরিয়ে বিনোদিনী ইস্কুল, দুধে'র ডিপো, শম্ভু'দার দোকান, দত্ত'র চায়ের দোকান, রামচন্দ্র ইস্কুল পেরিয়ে, তারপর সোজা স্টেশন রোড নাক বরাবর ধরে ঢাকুরিয়া রেললাইনের পাশ বরাবর বাজার। বাজারে যাবার সময় চটের থলে ফাঁকা, অর্থাৎ কিনা আমার হাতে। এক হাতে চটের থলে গর্বভরে ধরা আর অন্যটি বাবার হাতে, হাল্কা করে ধরা। ফেরার সময় যাবে উল্টে.. থলে সম্পুর্ণ চলে যাবে বাবার জিম্মায় আর লুঙ্গী সমেত ছেলের হাতও অন্য হাতে শক্ত করে পাকড়ানো।

বাঙালী বাজারে গেলে, প্রথমেই ঢুকবে মাছের বাজারে। ভাল তাজা মাছটি, শস্তায়ে তুলে নিতে পারলেই যেন কেল্লা ফতে.. একটা নিছক গর্বের 'সবপেয়েছির' বিনিমাগনা হাসি। আর মাছ বেচছেন যারা, সকলকে অকারণে নাম ধরে ধরে ডাকা.. যেন আজন্ম চেনা, আপন পরিজন। বিমল, কমল, কানাই, রবীন.. সব মাছ'ওলা কেই খরিদ্দারদের নাম ধরে ডাকা যেন বিলকুল আবশ্যক। আর তারই সঙ্গে যুক্ত হবে অপ্রয়োজনীয় তুইতোকারি। আমার বাবাও তার খুব একটা ব্যতিক্রম নন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী আপিসের কনিষ্ঠ কর্মচারী.. কতই বা ব্যতিক্রমী হবেন? কতটাই বা ব্যতিক্রমী হতে দেবে তাকে ওই সত্তর দশকের বঙ্গসমাজ? আর কেনই বা হবেন বিনাকারণে?

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ছোট থেকে বড় কত রকমের মাছ বিকিকিনি। বাবা মাঝেমধ্যেই ছেলেকে চিনিয়ে দিচ্ছেন মাছ। কিনছেন কম, চেনাচ্ছেন বেশি। রুই ও কাৎলা'র তফাত, মাগুর আর শিঙ্গি, শিলং আর বাটা, মৃগেল মাছের ঈষৎ লালচে পাখনা থেকে ট্যাংরা, পারশে, বেলে, ভোলাভেটকি, শোল, মায় রুপোলী সিলভার কার্প পর্যন্ত। তেলাপিয়া আর কই মাছ তো প্রায়শই গুলিয়ে যেত আমার। ভাগ্যিশ কই মানেই জ্যান্ত, ওই ফর্মুলা'য় আমি নিজের কাছে নিজে রোববার গুলো পাশ করে যেতাম।

সে সময় তুলনামূলক ভাবে ছোটমাছ খেতেন ছাপোষা দরিদ্র'রা আর বড়মাছ, মানে ওই রুই কাৎলা'র খদ্দের, অপেক্ষাকৃত ধনীবাবুরা। বলাই বাহুল্য, আমার বাবা ও আমি দুর্ভাগ্যক্রমে ওই প্রথম দলটিতেই পড়তাম। এক একদিন, এই মাসের প্রথম দিক নাগাদ, বাবা যদি কিনে নিলেন খানিক পাকা রুই, বা অন্য বড় কোন মাছ, আমার চোখ দুটো চকচক করে উঠত। বুকে একটা চাপা মজা.. মা'র হাসিমুখ দেখব, এই আনন্দে। মা'কে আজ আর বাসন মাজার ছাই দিয়ে কুটতে হবেনা রাজ্যের যত ছোট ছোট মাছ। মজায় মশগুল হয়ে দেখতাম, অবলীলাক্রমে বড় বড় রুইকাৎলা'র কাঁটাছেঁড়া। ছোটমাছ অবশ্য কেটে আনার ব্যবস্থা ছিলোনা খুব একটা। সব গৃহস্থ বাড়ীতে মাছ কাটার একটা ছোট বঁটি আলাদা করে রাখা হত।

মাছের পর সবজিপাতি। শীতকাল হলে তো কথাই নেই। সে সময় শীতের পেঁয়াজকলি, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন.. গরমে এঁচোড়, পটল.. কি চান? নখ ফুটিয়ে লাউয়ের বয়স বিচার, দাঁতে কেটে মোচার গুণবিচার, বেগুন কতটা হাল্কা, পটল কতটা বীজহীন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো দোকানী সবজিতে জল ছিটে দিয়েছে, ওজন বাড়াবে বলে.. কেউ দেশী আমড়া'কে বিলিতি বলে চালানোর ফন্দি.. কিচ্ছু'টি এড়াবে না আমার বাবার চোখ। আর দরদামের গল্প না'ই বা বললাম। সে এক মর্মান্তিক বাজারী অর্থনীতির ব্যপার।

ফলমুল'এর বালাই ছিলোনা মোটেই। গ্রীষ্ম হলে সামান্য কালোজাম, বর্ষা'য় পানিফল আর শীতে হলে ফেরার মুখে দশ পয়সা'র আমার প্রিয় লাল লাল টোপাকুল। তবে কোনো ফল কেনা হলে, হবে একেবারে শেষে, পয়সাকড়ি বাঁচলে, তবেই। অবিশ্যি আতা কেনার বিষয়ে বাবা'কে দরাজহস্ত হতে দেখেছি বহুবার.. কিছু তোয়াক্কা করতেননা.. তাঁর বউ'এর পছন্দ বলে কথা।

মাঝে মধ্যে বউ'এর পছন্দ মত, ফেরার পথে তিনটে করে হাঁসের ডিম.. সে অবশ্য মাসের শেষাশেষি..

বাজার করে ফেরার পথে মাঝরাস্তা'য় একটা চেনা পানের দোকান থেকে একটা কমদামী সিগারেট কিনে, ঠোঁটে ঝুলিয়ে, ঘন ঘন টান দিতে দিতে আমার সরল অসচ্ছল অভাবী বাবা, লুঙ্গী সামলে, বাজারের থলে সামলে, ছেলে সামলে, মুখে একটা বিশ্বজয়ের হাসি ঝুলিয়ে, তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে, ঘাম না মুছেই, মা'কে এক অপরাজেয় হাঁক দিতেন, কই গো.. এক কাপ চা দাও.. দাঁড়িটা কামিয়ে নেই।

ওই রোববারে'ই, একটু বেলায়, ছোট্ট "আমি" গ্যাঁট হয়ে বসে.. ২ নম্বর মহারাজ ঠাকুর রোডের দেড় কামরার ভাড়াঘর, তিনটি মাত্র প্রানী...বাবা মগে জল নিয়ে দাঁড়ি কামাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে চায়ে সশব্দ চুমুক.. অন্যদিকে বাজার ঢুকে যাবার পর মা'র হাজারো কাজ.. লাগোয়া ছোট্ট রান্নাঘরে বাটনা বাটা, সবজী কাটা.. উনুনে রান্না করতে করতে ঘরে এসে বাবার সাথে নানান গপ্প।

আর আমি? আমি বাবা আর মায়ের মধ্যিখানে, ওই ঘরেই, একটু বানান লিখে, দুটো একটা অঙ্ক কষেই, একটা গাঢ় পেন্সিলে নাম লেখা রবারের বল নিয়ে মাটিতে মেরে মেরে ক্যাচ্ প্র্যাকটিস।

সেই রবিবার, থুড়ি ভুল হল.. রোববার। সেই রোববারে'ই বোধহয় ছোট্ট আমি শিখে নিয়েছিলাম, আমার নাম লেখা রবারের বলটা যত্ত শক্তি দিয়ে মাটিতে ড্রপ দেবো, তত্ত যাবে ধেয়ে আকাশপানে.. মাধ্যাকর্ষণ বলে কিচ্ছু'টি নেই...

ক্রমশ....